বিষ্ণুপুরের খড়িকাশুলি এলাকায় অবৈধ লরি পার্কিং বন্ধের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা সরব হয়েছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের খড়িকাশুলিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনার জেরে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে অবৈধ লরি পার্কিং বন্ধের দাবিতে স্থানীয়রা সরব হয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, খড়িকাশুলি এলাকায় জাতীয় সড়কের ধারে একাধিক ধাবা থাকায় সেখানে লাইন দিয়ে লরি দাঁড় করানোর ফলে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তার জেরে এলাকায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে। গত এক বছরে ওই এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন। কয়েকদিন আগেও লরির সঙ্গে আন্ধ্রাসাডরের সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু ও দু'জন জখমের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, অবৈধ পার্কিংয়ের বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনের সামনে ঘটলেও কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। তাই স্থানীয়রা জাতীয় সড়কের ধারে লরি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। বিষ্ণুপুরের আইসি আস্তিক মুখোপাধ্যায় বলেন, রাস্তায় টহল দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে অভিযান চালানো হয়। সেই সময় পার্কিং করা বন্ধ থাকে। পরে হয়তো সুযোগ বুঝে ধাবার সামনে লরি দাঁড় করিয়ে দেয়। এবার থেকে নিয়মিত নজরদারি চালানো হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া-মেদিনীপুর ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে যাত্রীবাহী বাস থেকে শুরু করে মালবাহী অথ্য যানবাহন চলাচল করে। এরাজ্য ছাড়াও চেন্নাই, কর্ণাটক, ওড়িশাসহ ভিনরাজ্যের লরি অনবরত চলাচল করে। বিষ্ণুপুর থেকে বাঁকাদহ এলাকার মধ্যে খড়িকাশুলি ও হেতাগড়া এই দুই জায়গায় একাধিক ধাবা রয়েছে। যাতায়াতের পথে চালকরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে বা ধাবায় খেতে গেলে এই এলাকায় রাস্তার পাশে লরিগুলি চালকরা দাঁড় করিয়ে দেন। রাস্তার পাশে বেশি জায়গা না থাকায় বেশিরভাগ সময়ই লরিগুলি রাস্তার একাংশ দখল করে দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে রাস্তা ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে যায়। জাতীয় সড়ক হওয়ায় অধিকাংশ যানবাহন দ্রুতগতিতে চলাচল করে। লরি দাঁড় করানোর ফলে উল্টো দিক থেকে আসা যানবাহন চলাকদের চোখে পড়ে না। কাছাকাছি চলে আসার পর সংকীর্ণ রাস্তায় পাশ কাটানোর মতো জায়গা থাকে না।

সেই জন্য ওই এলাকায় যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা বেশি ঘটে। পুলিশের গাড়ি প্রায় দিনই ওই রাস্তায় টহল দেয়। তা সত্ত্বেও জাতীয় সড়কের ধারে লরি পার্কিং বন্ধ করার বিষয়ে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে বারে বারে পথ দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটায় স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফুঁসছেন।

ধানসিমলায় বনমহোৎসব পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ শুক্রবার বাঁকুড়ার সোনামুখীর ধানসিমলায় বনমাহোৎসব পালিত হয়েছে। অরণ্য সপ্তাহের শেষ দিনে বন দফতর আয়োজিত এদিনের উৎসবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সহ আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনদপ্তরের বাঁকুড়া উত্তর বিভাগের এডিএমও বৃদ্ধদেব মণ্ডল, ধানসিমলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেখ নজরুল প্রমুখ। বনদপ্তরের সোমামুখীর রেঞ্জার শুভাশীষ চক্রবর্তী বলেন, অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে এদিন বনমহোৎসব পালিত হয়।

ধানসিমলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

প্রেসক্রিপশন ছাড়াই রক্ত পরীক্ষার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ নদীয়া জেলার বেশ কয়েকটি হাসপাতালের চিকিৎসকরা রোগীদের সম্পর্কে যে ওষুধ লিখছেন তা বাইরে এক দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে রোগীদের নানান ধরনের পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এরকমটাই অভিযোগ উঠেছে কল্যাণী মেমোরিয়াল হাসপাতালে কয়েকজন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে। তবে হাসপাতালের একজন চিকিৎসক জানিয়েছেন, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। দ্রুত ওই চক্রের পাণ্ডাদের ধরে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেছি কর্তৃপক্ষকে। এছাড়াও রোগীদের সচেতন করার জন্য নোটিশ বোর্ডে লিখে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অন্য কোনও দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাবেন না। ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠেছে যে, একশ্রেণির রোগীদের ভুল বুঝিয়ে নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে নিচ্ছে একটা চক্র। তবে নদীয়া জেলার আরও বেশ কয়েকটি হাসপাতালে এই ধরনের কাজ হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। তবে হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এই দোষটা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নয়, যে কোনও রোগী জানতে পারেন চিকিৎসক কি লিখেছেন তার বাইরে কেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা ওষুধ কিনবেন এ সম্পর্কে রোগীদের সচেতন হওয়া দরকার। তবে নদীয়ার কল্যাণী ছাড়াও কৃষ্ণনগরের দু-একটি হাসপাতালের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। তবে ওই সব হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রোগীদের সচেতন হওয়া দরকার। না হলে আমরা আর কতটুকু সহযোগিতা করতে পারি। প্রত্যেকেই জানেন, ডাক্তার যা ওষুধ লেখেন বা কি পরীক্ষা করাতে হবে তা বাইরে কেন করাতে যাব এ সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার রোগী বা রোগীর লোকজনদেরও।

আরও ১৭৪০টি আদালত প্রয়োজন ঃ জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ পরিকাঠামোর উন্নয়ন মানে শুধু বড় বাড়ি তৈরি নয়। বাড়ি তৈরির পাশাপাশি পরিষেবার সার্বিক বিকাশে সব রকমের সুযোগ সুবিধা রাখাই হল পরিকাঠামোর উন্নয়ন। এমনকি বাড়িতে বসে মোবাইলেও আদালতের অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে। শনিবার বাঁকুড়ায় আদালত চত্বরে জি প্লাস নাইন বা ১০তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে কলকাতা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এই কথাগুলি বলেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা উচ্চ আদালতের বিচারক সৌমেন সেন এবং বাঁকুড়া জেলার ভারপ্রাপ্ত বিচারক প্রমুখ। জ্যোতির্ময়বাবু আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই প্রথম (জি প্লাস নাইন) ১০তলা বিশিষ্ট আদালত হতে চলেছে। তিনি বলেন, বিচারব্যবস্থা গণতন্ত্রের একটা শক্ত স্তম্ভ। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত এই বিভাগটি ছিল উপেক্ষিত। এই বিভাগকে শত্রু হিসাবে না দেখলেও বন্ধু হিসাবে কেউ দেখেন না। তাছাড়া এখানে বাদী ও বিবাদী নিয়ে চলে বিচার প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, বিচার সার্বিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হলে সকলের বিশেষ করে সরকারের সহযোগিতা পাওয়া দরকার। বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এখন সরকারের কাছে কোনও প্রস্তাব পাঠালে সাড়া ও তা রূপায়নের জন্য টাকা পাওয়া যাচ্ছে। তিনি এদিন যে প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করলেন তা গড়ে তোলার জন্য অর্থও এনেছেন। তিনি বলেন, বিচারপতিদের সঙ্গে উকিলের সম্পর্ক ভালো থাকা দরকার। তিনি বলেন, এরাজ্যের উচ্চ আদালতে ২৫ থেকে ২৭ হাজার মামলা আছে। জেলা ও সাব কোর্টেও প্রচুর মামলা রয়েছে। বর্তমানে নিত্যনতুন আইন হচ্ছে। মামলার সংখ্যা প্রচুর বাড়ছে। বিচারব্যবস্থার প্রসার সেভাবে হচ্ছে না। বর্তমানে বিচারব্যবস্থার যে পরিকাঠামো রয়েছে তার ওপরই এই বিশাল পরিমাণ মামলার ভার চাপছে। এই জমে থাকা মামলা কিভাবে দ্রুত মেটানো সম্ভব তা দেখতে কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিটিও গঠন করেছেন। এই কমিটির সুপারিশ মেনে দ্রুত মামলা মেটাতে হলে এরাজ্যে প্রায় ৩ হাজার আদালত প্রয়োজন। এরাজ্যে বর্তমানে ১০৪০টি আদালত রয়েছে। আরও ১৭৪০টি আদালত প্রয়োজন। এদিন খাতড়ার আদালত চত্বরে বিচারকদের জন্য ৮টি আবাসনের শিলান্যাস করেন তিনি।

বাসিন্দা ও ভক্তদের সহায়োগিতায় তৈরি হল নীলমাধব মহাপ্রভুর মন্দির

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ চন্দননগর নিচুপট্টি ধানকলের গঙ্গার ঘাটের তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতায় এবং বহিরাগত ভক্তদের মুক্তহস্তের দানে প্রায় সাত লক্ষাধিক টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছে নূতন নীলমাধব মহাপ্রভুর মন্দির। যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সাধনানন্দজী। সঙ্গে ছিলেন চন্দননগর পৌরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী ও বিরোধী দলের নেতা রমেশ তেওয়ারী, চন্দননগর পৌর নিগমের বেশকিছু কাউন্সিলার এবং এলাকার ও বহিরাগত ভক্তবৃন্দ। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা ও মন্দির উদ্বোধন প্রসঙ্গে নীলমাধব মহাপ্রভুর মন্দির পক্ষ থেকে সভাপতি রামপ্রসাদ ঢালী, সহ সভাপতি শিবশঙ্কর ঢালী ও সম্পাদক হরিশঙ্কর ঢালী জানান, বছর দুই আগে জুন মাসের রাতে গঙ্গার বক্ষে পালকির ভেলায় ভেসে আসে সুভদ্রা, বলরাম, জগন্নাথ। এখানকার ধীবর (মৎসজীবী) সম্প্রদায়ের লোকেরা এটি দেখতে পান। সেই খবর জানাজানি হতেই বিভিন্ন জেলার মানুষের ভীড় উপছে পড়তে দেখা যায়। তখনই তাদেরকে এলাকার বাসিন্দারা একটি খড়ের ছাউনিতে রেখে পুজোর আয়োজন করে থাকেন। কিন্তু তাতে এলাকার একাধিক মানুষের মন মানছিল না। তখন তাঁরা জেলার ও জেলার বাহিরের ভক্তদের অনুরোধ জানান, মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মুক্তহস্তে দান করবার জন্য। সেই মতো বিভিন্ন ভক্তদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন মন্দির তৈরির সামগ্রী মুক্তহাতের দান পেয়ে তৈরি হয়েছে মহাপ্রভুর এই মন্দির। সেই মন্দিরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সাধনা নন্দজী ও চন্দননগর পৌর নিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী। শুধু মন্দির উদ্বোধনই নয়, এর পাশাপাশি প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে।

জলাধারের দাবি পূরণ না হওয়ায় খড়গ্রামের বাসিন্দাদের ক্ষোভ

চন্দ্রজিৎ মজুমদার, কান্দি ঃ মুর্শিদাবাদের কান্দির খড়গ্রামের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের একটা জলাধারের দাবি আজও পূরণ হয়নি। ফের একটা গ্রীষ্মের দাবদাহ পার হলেও পানীয় জল সমস্যার কোনও পরিবর্তন হলনা কান্দির খড়গ্রামের বাসিন্দাদের। এখনও ওই এলাকায় হাতকল ও পাইপ লাইনের জলই একমাত্র ভরসা। তাও আবার বিদ্যুৎ না থাকলে বন্ধ পাইপ লাইনের জল। খড়গ্রাম, বড়ার, বানুর, কলগ্রামসহ বহু গ্রামের গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে ৩০ বছর ধরে আন্দোলন করেও কাজ হয়নি। প্রাক্তন বাম দলের বিধায়ক যেমন গুরুত্ব দেয়নি তেমনই বর্তমান বিধায়কও বিষয়টি গুরুত্ব দিতে নারাজ। আমরা এখন বর্তমান রাজ্য সরকারের দিকে তাকিয়ে আছি। সমাধানের জন্য রাজ্যের পঞ্চায়তে ও গ্রাম উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করা হয়েছে। অপরদিকে কান্দির খড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা খড়গ্রাম ব্লকের বর্তমান তৃণমূল নেতা আবুল কাশেম সেখ বলেন, গ্রামবাসীরা একদম সত্য কথা বলছেন। আমি যখন খড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলাম (কংগ্রেস) তখন থেকে বহু আন্দোলন করা হয়েছে। এলাকার জল সমস্যা মেটাতে জলাধার খুব প্রয়োজন। যদিও কান্দির খড়গ্রামের বিডিও সৌরভ ধল্ল জানিয়েছেন, আমরা এবার এই এলাকায় পানীয় জল পর্যাপ্ত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। তবে জলাধার হলে আরও ভালো হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির খড়গ্রাম ব্লকের গ্রাম খড়গ্রাম। খড়গ্রাম বিধানসভার অধীন এই খড়গ্রাম গ্রামে প্রায় ২০ হাজার গ্রামবাসী বসবাস করলেও পানীয় জলের তেমন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ছোটো ছোটো ডিপ কলে জল তুলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে এলাকায় সরবরাহ করা হয়। এছাড়া এলাকায় হাতকল বা পাম্পকল প্রায় সময়ই খারাপ থাকে। খড়গ্রামে স্কুল, কলেজ, অফিস, থানা, হাটবাজার, বাসস্ট্যাণ্ড সব কিছু থাকলেও একটা জলাধারের দাবি পূরণ আজও হয়নি। ফলে পানীয় জলের সব থেকে সমস্যা হয় গ্রীষ্মকালে।

পুরুলিয়ায় বজ্রাঘাতে মৃত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পৃথক দুটি এলাকায় বজ্রাঘাতে দুজনের মৃত্যু হল পুরুলিয়ায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রার সন্ধ্যায় নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন বোরো থানার রঘুনাথ গ্রামের প্রৌঢ় মধু কর্মকার (৫৫)। ওই সময় বৃষ্টি নামলে বাড়ি ফিরে আসছিলেন তিনি। সেই সময় আচমকা বাজ পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। অপরদিকে একই সময় শত্রুঘ্ন সহিস (৪৩) নামে এক যুবক জমিতে চাষের কাজ করতে গিয়ে বজ্রাহত হন। মিসিরডি গ্রামের বাসিন্দা ওই যুবককে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি মারা যান।

খরিফ চাষে দামোদরের জল পাবে ৫ জেলা

শ্যামল রায়, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলায় বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তেমনি খরিফ মরশুমে রাজ্যের ৫ জেলায় চাষের জন্য দামোদর থেকে পর্যাপ্ত জল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন বর্ধমানের ডিভিশনাল কমিশনার হরি রামালু। ইতিমধ্যেই পূর্ব বর্ধমান সার্কিট হাউসে এই পাঁচ জেলায় চাষের ক্ষেত্রে যাতে কোন রকমভাবে জলের অসুবিধা না হয় বা চাষিদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয় সেই জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সেরে ফেলেছেন আধিকারিকরা। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে সেচ দপ্তরের আধিকারিক ও বর্ধমান ডিভিশনাল কমিশনার হরি রামালু। জানা গিয়েছে, রাজ্যের পাঁচ জেলার মধ্যে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি ও বাঁকুড়া। এই পাঁচ জেলার খরিফ মরশুমে চাষের জন্য দামোদর থেকে জল ছাড়া নিয়ে একটি আলোচনা যেমন হয়েছে তেমনি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আগামী ২৩ জুলাই থেকে এই জল ছাড়া হবে দামোদর থেকে। তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এই জল পাওয়া যাবে। আরও জানা গিয়েছে, নদীবক্ষে বাঁধ তৈরি করে বালি কাটা বা বালির গাড়ি চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরি করতে কোনও অনুমতি দেওয়া হবে না। এছাড়াও নদীবক্ষে জেসিবি দিয়ে বালি তোলার অনুমতিও নেই। যদি এরকম হয়ে থাকে তা যাতে না হয় তা নিয়ে প্রশাসনিক আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ইতিমধ্যেই আগাম প্রস্তুত নেওয়া হয়েছে এবং তা নিয়ে একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, নিজেদের জেলার মহকুমা শাসক, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদের নিয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে বন্যা মোকাবিলার প্রস্তুতি প্রায় সেরে ফেলা হয়েছে। চাষের জল পাওয়া যাবে দামোদর থেকে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় জেলার চাষিরা খুব খুশি।

বজ্রপাতে মৃত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ মাঠে চাষের কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার খাতড়া থানার লাড়াখাম গ্রাম সংলগ্ন মাঠে। মৃতের নাম লালমোহন গিরি (৪৮)। তাঁর বাড়ি লাড়াখাম গ্রামেই। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাঠে চাষের কাজ করছিলেন লালমোহনবাবু। সেই সময় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। এতে জমি সংলগ্ন একটি গাছের তলায় গিয়ে আশ্রয় নেন তিনি। সেখানে বজ্রপাতে তিনি আহত হন। এর ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খাতড়া থানার পুলিশ বলেন, দেহটি উদ্ধার করে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে হিড়বাঁধের গোপালপুরে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে সুধীর গরাই (৬৪) নামে এক ব্যক্তির। এদিন মাঠে গরু চরাতে গিয়েছিলেন তিনি। এই সময় বজ্রপাতসহ বৃষ্টি নামে। ফলে বজ্রপাতে মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে বাঁকুড়া মেডিকেল হাসপাতালে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

খাতড়ায় তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ পথ দুর্ঘটনায় তৃণমূল কর্মী কল্যাণ পাত্রর (৪০) মৃত্যু হয়েছে। মৃতার বাড়ি খাতড়া থানার নগড়ি গ্রামে। শুক্রবার বিকেল ৫টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে তালডাংরা থানার যুগ্যার মোড়ে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, খাতড়ার বৈদ্যনাথপুর অঞ্চল তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন কল্যাণবাবু। এ বিষয়ে তালডাংরা ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুদিন ভুঁই বলেন, কলকাতায় শহীদ দিবসে ২১ শে জুলাইয়ের সভায় যোগ দিতে যাওয়ার জন্য বাঁকুড়া থেকে মোটরবাইকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। তালডাংরার যুগ্যার মোড়ে একটি ছোট হাতির মাথে মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান কল্যাণবাবু। ঘটনার খবর পেয়ে তৃণমূল শিবিরে শোকের ছায়া নেমে আসে। এপ্রেক্ষিতে স্থানীয়দের অনেকেই শহিদ দিবস কর্মসূচি বাতিল করেছেন। বলে জানা গেছে।

মন্তেশ্বরের আমাটিয়া গ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর শিলান্যাস করা রাস্তার কাজ এখনও শুরু হয়নি, ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

শ্যামল রায়, কালনা ঃ বর্ষা শুরু হতেই হোল রাস্তা আরও চরম আকার ধারণ করেছে। জল-কাদায় ভর্তি হয়ে যাওয়ার দরুণ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা অযোগ্য হয়ে উঠেছে। চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও যাতায়াত করতে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর শিলান্যাস করা রাস্তাটির কাজ শুরু করার দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালের ১২ জুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্ন থেকে রিমোট কন্ট্রোল-এর মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ এলাকার এই রাস্তাটির শিলান্যাস করেছিলেন। ওই দিন রাজ্যের মোট আট হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজের সূচনা হয়েছিল। সেই প্রকল্পের আওতায় এই মন্তেশ্বর ব্লকের মধ্যম গ্রাম পঞ্চায়েতের আমাটিয়া গ্রামের দুই কিলোমিটার রাস্তার শিলান্যাস করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বেহাল এই কাঁচা রাস্তাটি ঢালাই করার কথা ছিল। কিন্তু মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কাঁচা রাস্তা পাকা করার উদ্যোগ এখনও চোখে পড়েনি। আমাটিয়া গ্রামের বাসিন্দা জিকু সেখ, সেলিম সেখ ও মিহির মাঝি অভিযোগ করেছেন, রাস্তার কাজ কবে শুরু হবে তা তাঁদের কাছে আজও অজানা। ফলে এই বেহাল রাস্তা দিয়ে তাঁদের চরম সমস্যার মধ্যে যাতায়াত করতে হচ্ছে। তবে বাসিন্দাদের কাছ থেকে আরও জানা গিয়েছে, রাস্তার কাজ নিয়েও একটু সমস্যা রয়েছে বলেই রাস্তার কাজ শুরু হতে দেরি হচ্ছে। মন্তেশ্বর ব্লকের মধ্যম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মুর্লি হেমব্রম বলেন, ওই রাস্তা সংস্কার করার জন্য দু'বার টেণ্ডার ডাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাস্তা নিয়ে ওই গ্রামের কয়েকজন মানুষের অভিযোগ থাকার কারণে রাস্তাটি এখনও শুরু করা যায়নি। তবে আমরা ঠিক করেছি, খুব শীঘ্রই এলাকার মানুষদের নিয়ে আলোচনায় বসে রাস্তার কাজ শুরু করার ব্যবস্থা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর শিলান্যাস করা এই রাস্তাটির সংস্কারের কাজ কেন ঢিলেমি করা হচ্ছে বা কাজ শুরু করা হচ্ছে না তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ বলছেন, রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই রাস্তাটির কাজ শুরু হতে দেরি হচ্ছে। তবে রাস্তার কাজ শুরু না হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা ক্ষোভে ফুঁসছেন। বেহাল এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে চরম সমস্যার মধ্যে পড়ছেন এলাকার বাসিন্দারা। এই প্রসঙ্গে মন্তেশ্বরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিপ্লব দত্ত জানিয়েছেন, গোটা বিষয়টি আমার নজরে রয়েছে, আশা করছি বর্ষার পরে রাস্তার কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। তবে এলাকার মানুষের অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের চরম ঢিলেমির কারণেই এই বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করতে দেরি হচ্ছে।

আপনি কি আপনার জীবনের মূল্যবান পরীক্ষায় একটু বেশি নম্বর পেতে চান ?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির
পরিচালনায় ঃ আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলী
(নেহেরু যুব কেন্দ্র, হুগলী কর্তৃক অনুমোদিত)
স্থাপিত ঃ ১৪১২ রেজিঃ নং- এস/ওয়ান এল/৬৬৬৪৯
আরামবাগ, হুগলী
স্থান ঃ বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, কালিপুর (নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পাশে)
শিবিরের সময়কাল ঃ ২৭শে আগস্ট – ৮ই সেপ্টেম্বর সঙ্গে থাকবে First Aid Training **এর ব্যবস্থা।**
প্রান্তিক অনুষ্ঠান ঃ ৯ই সেপ্টেম্বর স্থান ঃ আরামবাগ রবীন্দ্রভবন।
অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ঃ- **উড়িষ্যার কালাহান্দি উপজাতি সম্প্রদায়ের নৃত্য ও অসমের বিহু নৃত্য।**
মোঃ 7548038080, 9547735850, 9093014017